ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAR 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও মেয়েদের নিরাপত্তা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস একটি নূতন ধারণা নয়। সেই মোনায়েম খাঁর আমলেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস শুরু হয়েছিলো এবং তা কোনক্রমেই ছোটখাট ছিল না। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকেও কিছু কিছু সন্ত্রাসের কাহিনী পত্র পত্রিকায় পড়েছিলাম। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং এক সময় আমাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও হলো। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমাজ কাঠামোতে যে ধরনের পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল তা সূচিত হয়নি বলেই অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে এবং এক পর্যায়ে এসে চরম আকার ধারণ করে। এখানে সেখানের অসন্তোষ এবং সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গড়ায়। তখনকার সন্ত্রাসের স্থায়িত্ব এবং প্রচণ্ডতা ছিল কমই। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস আস্তে আস্তে যেন বেড়েই চলছে। এসব সন্ত্রাসের পটভূমিতেই কয়েকজন তরুণ ছাত্র নেতাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই আজ সন্ত্রাস ব্যাপ্তি লাভ করেছে। সেই উত্তরবঙ্গের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন এরই জের হিসাবে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং তেমনি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। তবে পূর্বে সন্ত্রাস এতটা নগ্নভাবে ছিল না। কিন্তু বর্তমানকালে তা যেভাবে নগ্নরূপ ধারণ করেছে তাতে করে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোতে যেন কুঠার মারা হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বেও তা রাত্রি বেলায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। সন্ত্রাসবাদীরা রাত্রি বেলাতেই বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজকাল তা দিনের বেলাতেও কম হয় না। দিনের বেলাতে সকলের সামনে দিয়ে ষ্টেনগান, পিস্তল, কাটা রাইফেল নিয়ে ছোটাছুটি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কয়েক মাসে এ একটা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মেয়ে পড়াশুনা করে। এদের অধিকাংশই হলে বসবাস করে। আমরা জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য মাত্র দু'টি হল আছে। রোকেয়া এবং শামছুন্নাহার হল। সেই দূর মফস্বল শহর এবং গ্রামঞ্চল থেকে এসব মেয়ে উচ্চ শিক্ষা-ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল একদিন অনেক উচ্চাশা নিয়ে। এমনিতেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অনেক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সেইসব কুসংস্কারকে পায়ে ঠেলে মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেই নিজেদেরকে জড় করতে যেয়ে আজকাল প্রতি ক্ষেত্রেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শিক্ষাজীবন ও তাদের অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার জন্য যেসব মেয়ে আসে, তাদের অধিকাংশেরই পিতামাতার আয় খুবই কম অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত। সেই যৎসামান্য আয় থেকে একটি মেয়েকে পড়াশুনা করানো যে কত কষ্টকর তা একমাত্র ভুক্তভোগী পিতা-মাতাই জানেন। তারপরও যদি এ সব মেয়ে যথা সময়ে শিক্ষাজীবন শেষ করতে না পারে তাহলে পুরো পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং অনেক পিতা-মাতাই শিক্ষা ব্যয় বহন করতে অপারগ হয়ে দাড়ান। এ শুধু আমাদের শিক্ষা জীবনেরই নয়, সমগ্র সমাজ জীবনের চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক পিতা-মাতাই তাদের ছেলে-মেয়েদের এত দূরে পাঠিয়ে একটু সামাজিক নিশ্চয়তা চান। তাদের ছেলে-মেয়েরা যথা সময়ে নির্বিঘ্নে শিক্ষাজীবন শেষ করে বেরিয়ে আসবে এটাই কাম্য। কিন্তু আজকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেভাবে নগ্ন সন্ত্রাস চলছে তাতে করে মেয়েদের শিক্ষা জীবনই ব্যাহত হচ্ছে না, পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তার অভাবও বোধ হচ্ছে। গত কয়েকদিনে সে বোধ আরও তীব্র হয়েছে। একটি

মেঘলা বিশ্বাস

সরকারের প্রধান এবং অন্যতম কর্তব্যই হলো জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যদি আমরা কেউ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসকে প্ররোচিত করি তাহলে সমস্ত অভিভাবককুলই ভবিষ্যতে মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠাবেন না। সরকারের উচিত আমাদের শিক্ষা জীবন তথা সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা। শিক্ষা জীবনে এইসব নগ্ন সন্ত্রাসকে 'ধোয়া তুলসী পাতা' ভেবে চুপচাপ বসে থাকলে আমাদের দুর্বলতাই প্রকাশই পাবে।

কয়েকদিন হলো তিন জন মহান শহীদ ছাত্র নেতার নামে ছাত্র বিগ্রেড গঠন করা হয়েছে। যদিও এই ছাত্র বিগ্রেড এখনও টেষ্ট টিউব। তথাপিও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধে ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রয়াস মোটেই অবহেলা নয়। রোকেয়া এবং শামছুন্নাহার হলকেও এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এজন্য আমরা এই প্রয়াসকে স্বাগতম জানাই। মেয়েরাও হলে হলে সন্ত্রাস রোধে তাদের ভূমিকা রাখতে আরো বেশী প্রয়াসী হবে এটাই আমরা আশা করবো। মেয়েরা তাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের এই ব্যাপারে আরো উৎসাহী করে তুলতে পারে। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখার কোন কারণই থাকতে পারে না।

কিন্তু সেই যে বলেছিলাম, বর্তমান সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাঙ্গনে মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। সরকার শিক্ষাঙ্গনে মেয়েদের নিরাপত্তা বিধান করবেন এটাই আমাদের একান্ত কামনা। "Frailty the name is women' অথবা সমাজের নিরীহ জীব একথা ভেবে আমরা ঘরে বসে থাকতে পারি না। বর্তমান সংকটকালীন সময়ে সমগ্র নারীজাতিরই করণীয় আছে। আমাদের এই কর্তব্যের কথা মোটেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বিভিন্নভাবে মিটিং মিছিল এবং পোষ্টারিং করে এর বিরোধিতা করা যেতে পারে। অথবা উচ্চপদস্থদের অফিসে অবস্থান ধর্মঘটের মাধ্যমেও আমরা আমাদের ঘৃণা প্রকাশ করতে পারি। শুধু তাই নয় যারা এইসব সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত তাদেরকে চিহ্নিত করে সামাজিকভাবে পরিত্যাগ করা যায়। সরকার দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করে শিক্ষাঙ্গনে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এটাই আমাদের কামনা।